শ্রমিকশ্রেণী এখন : বিপর্যস্ত শ্রমিক অধিকার

ভারতে মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে। এখন লকডাউনের পঞ্চম পর্ব চলছে। এর মধ্যেই অর্থনীতি ও শ্রমব্যবস্থার একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে চলেছে। শিল্প ও উৎপাদন নির্ভর অর্থব্যবস্থার সমস্যাকে কোভিড-১৯ সময়ে কীভাবে, কোনপথে মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে অর্থনীতিক, বিশেষজ্ঞ, সমাজচিন্তক, রাজনীতিক, ক্ষমতাবান শাসক – নানান মুনির নানান মত। বিনিয়োগকারী, শিল্পকর্তা, অর্থবান পুঁজিপতি, এদের মতামত সরকারের কাছে শিরোধার্য। এরা দেশের এই সংকটকালে শাসক রাজনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দাবী করে চলেছেন শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত আইনি অধিকারের বিলুপ্তি ঘটুক। স্বাধীন ভারতে বহুশতকের পুঁজিবাদীদের গোপন মনোবাসনা বা সুপ্ত আকাঙ্খা এবার পূর্ণ হবে। ছাঁটাইয়ের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে, মজুরি নির্ধারণে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না – এরকমই অজস্র আবদার এবার রক্ষিত হবে। দেশের বি জে পি শাসিত রাজ্য সরকারগুলি দেশে চালু শ্রমআইন বিলোপের অর্ডিন্যান্স জারি করেছে। এই সব সরকারি কর্মকান্ডের ভিত্তি হল কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়াকে দেওয়া একগুচ্ছ প্রস্তাব যাতে বলা হয়েছে অর্থনীতিতে এখন ভেঙ্গে পড়া দেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা/প্রতিষ্ঠানগুলি পুনর্গঠন করতে শ্রমিকদের এইসব অধিকার নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। প্রস্তাবটি এসেছে একাধিক চেম্বার্স-এর তরফে। প্রস্তাবে দাবী করা হয়েছে –

১. দেশের সমস্ত শ্রম আইন আগামী তিন বৎসরের জন্য তুলে দিতে হবে।
২. শিল্পের আর্থিক সমস্যার কথা ভেবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার চলতি আইন অনুসারে মুনাফার যে ৩ শতাংশ সি এস আর যাতে খরচ করতে হয়, সেটা শ্রমিকদের মজুরি বাবদ যাতে ব্যয় করা যায় তার অনুমতি দেওয়া হোক।
৩. শ্রমিকদের অবাধ ছাঁটাই করার অধিকার থাকবে। শিল্প সংস্থায় বর্তমানে কাজ করছেন এমন শ্রমিকদের মধ্য থেকে ৩৩ – ৫০ শতাংশ শ্রমিক রেখে বাকীদের ছাঁটাই করার অনুমতি দেওয়া হোক।
৪. কাজের সময় দিনে আট ঘন্টার বদলে ১২ ঘন্টা, সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বদলে ৭২ ঘন্টা করার প্রস্তাব।
৫. মাসিক ১৫ হাজার টাকার কম মজুরী পাওয়া শ্রমিকদের জন্য যে খরচের সংস্থান রয়েছে, এখন থেকে সমস্ত শ্রমিককে এর আওতায় আনা হোক, তার মাসিক মজুরি যাই হোক না কেন। পাশাপাশি, সামাজিক সুরক্ষা বাবদ কর্পোরেট সংস্থাগুলি যে খরচ করছে তা সরকারকে বহন করতে হবে।

এই প্রস্তাবটি শ্রমমন্ত্রীর কাছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক বি জে পি শাসিত রাজ্য সরকার যেমন, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট অর্ডিন্যান্স জারি করেছে।

গুজরাট সরকারের তরফে অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে আগামী ১২০০ দিন পুরোনো সমস্ত শ্রমআইন থেকে ছাড় থাকবে শিল্পের, কাজের সময় ৮ ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা করা হল, অর্থাৎ সপ্তাহে ৭২ ঘন্টা। চালু আইনে ছিল ২০ জন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে থাকলেই নথিভুক্ত করতে হবে। এখন আর করতে হবে না।

একইভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকার অর্ডিন্যান্স করেছে, সমস্ত শ্রম আইন থেকে সংস্থাগুলিকে তিন বছরের জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ছাঁটাই করতে কোনো নোটিস লাগবে না।

মধ্যপ্রদেশ সরকার ১০০০ দিন সমস্ত শ্রম আইন থেকে ছাড় ঘোষণা করেছে। কাজের সময় বাড়ানো, মজুরি কমানোর কথা বলা হয়েছে।

কর্ণাটক সরকার জানিয়েছেন, যে সমস্ত শিল্প সংস্থা বন্ধের সময়ে মজুরি দিতে পারবেন না তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

আসাম সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে শ্রম আইন শিথিল করেছে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি শ্রমিক ব্যবস্থা সরকারি/বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই চালু করা হয়েছে।

লকডাউন চলাকালীন সময়ে সারা দেশে করা একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে লকডাউনের আগের প্রাপ্য মজুরি দেয়নি ৯১ শতাংশ শিল্প সংস্থা।

এসব রাজ্যসরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থান জানিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। শ্রম সংকোচন এবং এই ধরণের শ্রমিক বিরোধী কাজের তিনি বিরোধী এমনটাই বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখ্য হল, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকা, দ্য টেলিগ্রাফ, টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ এবং অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলি কয়েকশো সাংবাদিক, অসাংবাদিক, প্রেসকর্মীকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে মাত্র একদিনের নোটিসে ছাঁটাই তথা চাকরি ছাড়তে বাধ্য করলেও প্রশাসন আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেন নি। মার্চ মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষাধিক সংগঠিত, অসংগঠিত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। কাজ করেও বেতন পাননি, প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। কারণ শ্রম দপ্তর বন্ধ/নিষ্ক্রিয়, আবেদন বা সক্রিয় হস্তক্ষেপ কিছুই নেই। ফলে আইন করে শ্রম আইনে ছাড় হয়তো দেওয়া হয়নি। কিন্তু বাস্তবে শ্রমিক/কর্মীবৃন্দের বঞ্চনার কোনো সুরাহা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন লিখিত আবেদন জানিয়ে হস্তক্ষেপের দাবী করলেও কিছুই করা হয় নি। অন্ততঃ বড় বড় সংস্থাগুলি শ্রম আইন বিরোধী যে সব কার্যকলাপ করছে তাকে প্রতিহত করা সরকারের তরফে অবশ্য কর্তব্য ছিল, কিন্তু বাস্তব এটাই যে কোনো ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম দফা লকডাউনের সময় ২৯ মার্চ, ২০২০ একটি নির্দেশিকা দেন। ন্যাশনাল একজিকিউটিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫-এর ১০(২) আই উপধারা অনুযায়ী এই নির্দেশে ছয়টি বিষয় ছিল যা পদ্ধতিগত। এর মধ্যে পাঁচটি নির্দেশ ছিল রাস্তাঘাট ও চলাফেরা সংক্রান্ত এবং একটি নির্দেশ ছিল লকডাউন পর্বে বেসরকারি সংস্থাগুলির কর্মীদের পুরো বেতন দিতে হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭ মে, ২০২০ চতুর্থ দফা লকডাউন শুরুর পর্বে স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানালেন ২৯ মার্চের বেতন দেওয়ার নির্দেশটি তুলে নেওয়া হল।

লুধিয়ানার একটি সংস্থা লকডাউন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন দেওয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেন, যেখানে তারা দাবী করেন সংবিধানের ১৯(১) জি ধারা অনুযায়ী কোনো সংস্থার স্বাধীন ভাবে পেশা বা বাণিজ্য করার যে সাংবিধানিক অধিকার তাকে লঙ্ঘন করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্দেশ দিতে পারেন না। তার কারণ আই ডি অ্যাক্ট (Industrial Disaster Act) ১৯৪৭ অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কর্মী ছাঁটাই-এর অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবেই সংস্থাগুলিকে দেওয়া আছে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্ট অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশে বেসরকারি সংস্থা বেতন না দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার যে নির্দেশ আছে তাকে স্থগিত করে দিয়েছিল।

সারা বিশ্বজুড়েই কোভিড ১৯ মহামারী পর্বে কর্মী ছাঁটাই, মজুরি সংকোচন, কাজের বোঝা বাড়ানো, কাজের সময় বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে চলেছে। দেশে দেশে পুঁজিপতি/বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা করে শ্রম আইনে ব্যাপক রদবদল ঘটানো হচ্ছে।

সম্প্রতি কলকাতায় শ্রমমন্ত্রীর কাছে জুট মিল মালিকদের সংগঠন আই জে এম এ দাবী করেছে মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। অথচ জুট মিলের মাস্টার রোলে নারী শ্রমিকদের অস্তিত্বই নেই! জুট মিলে নারী শ্রমিকরা কাজ করেন তা মানতেই চাননা সরকারের শ্রম দপ্তর এবং অনেক নেতারাও, আজ অবস্থার ফেরে মালিকরা যা স্বীকার করলেন। শ্রমব্যবস্থায় এই 'পরিবর্তন'-এর নামে পশ্চাদপদতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। এসব কর্মকান্ড যা শাসকদের প্রশ্রয়ে ঘটে চলেছে গণতন্ত্র কি তাতে অনুমোদন দেয়?

"মধ্য ঊনিশ শতক থেকে ভারতে দাস শ্রম আর মুক্ত শ্রমের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট আইনি বিভেদরেখা টানতে চেয়েছিল। মুক্ত শ্রমকে স্বেচ্ছায় সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল আর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, যে কোনো ব্যক্তি বিনা বাধায় তার শ্রমশক্তি বিক্রি করার অধিকারি। তবে অনেকেই এই যুক্তি দিয়েছেন যে, এই বৈপরিত্য সৃষ্টি করে, দাসশ্রমকে আপত্তিকর বলে এবং মজুরি শ্রমকে মূল্যবান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এর একটি প্রধান কারণ হল, মানুষকে বেঁধে ফেলার যে শক্তি অর্জন করেছিল বাজার আর অর্থ, তাকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করার জন্য একটি মতাদর্শগত রূপ দেওয়া।" মডার্নটাইমস, সুমিত সরকার

কলকাতা, ৮ জুন, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com